নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১২, পৃ : ১৬৭-১৭৩
© ২০০৭ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গ্রন্থ পর্যালোচনা

Kabeer, Naila; Nambissan, Geetha B; Subrahmanian, Ramya (eds), Child Labour and the Right to Education in South Asia: Needs Versus Rights? The University Press Limited, Dhaka, 2003, ISBN 98405 16582, 550BDT (hbk).

রাশেদা আখতার*

শিক্ষার অধিকার ও শিশুশ্রম জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় একটি আর্ন্তজাতিক বিষয় হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শিশুর অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের কনভেনশনে শিক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শিশুশ্রমকে দারিদ্র্যের বহি:প্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং দরিদ্র পরিবারের গৃহস্থালী অর্থনীতিতে শিশুর অবদান স্বীকৃত। কিন্তু এ শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখে শিশুশ্রমে নিযুক্ত শিশুদের প্রয়োজন (need) এবং অধিকার (right) সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে রেখে 'Needs vs Rights? Social Policy from a Child-Centred Perspective' শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপ ১৯৯৯ সালে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের IDS এর Social Policy Programme এর আওতায় জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের Zakir Husain Centre for Educational Studies এর সহায়তায় এই ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল । গবেষক এবং পলিসি প্রণেতারা একত্রিত হয়ে শিশুশ্রম এবং শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের অর্থনৈতিক চাহিদা ও শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাগুলো আলোচনা করেন। ওয়ার্কশপে উপস্থাপিত ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন কেইস স্টাডির সমন্বিত ফল হচ্ছে, Child Labour and the Right to Education in South Asia: Needs Versus Rights? গ্রন্থটি।

* অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২।
ই-মেইল : rashedabd@bdonline.com

গ্রন্থটিতে ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া ৪টি অধ্যায়ে ১৬টি প্রবন্ধ রয়েছে। অধ্যায় গুলো হলো : Alternate Perspectives on Children, Childhood and Child Labour; The Socio- Economic Context of Work and School; Policy Context for Addressing Child Labour and Education; Operationalising the Rights to Education: Government and Non-Government Interventions.

প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে শৈশবের সামাজিক নির্মিতি , প্রয়োজন বনাম অধিকার শীর্ষক পর্যালোচনা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড ও শিশুশ্রম বিষয়ক মোট ৩ টি প্রবন্ধ রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিক্ষার সাথে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত কিভাবে জড়িত তা ভারতের উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে শিশু শ্রম ও শিক্ষাকে পলিসির প্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে চারটি প্রবন্ধ দক্ষিন এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শিশু অধিকার ও শিক্ষার বিষয়কে তুলে ধরে। চতুর্থ অধ্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন সমূহের মাধ্যমে কিভাবে শিশু শিক্ষার অধিকার নির্মাণ করা হচ্ছে সে বিষয়ে ৫টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। পুরো অধ্যায়টির মূল বক্তব্য হচ্ছে শিশুশ্রম ও শিক্ষা, প্রয়োজন ও অধিকার বিষয়টি। আমি সব প্রবন্ধ আলোচনা না করে প্রধান প্রধান কয়েকটি প্রবন্ধ আলোচনা করবো ।

ভূমিকায় সম্পাদকগণের লেখা 'প্রয়োজন' বনাম 'অধিকার' সংক্রান্ত একটি তত্ত্বীয় আলোচনা কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে তুলে ধরে। সেগুলো হচ্ছেঃ শিক্ষায় শিশুর অধিকারের মধ্যে দ্বন্দ্বের স্বরূপ কী, পরিবারের অর্থনৈতিক চাহিদা কি, প্রয়োজন এবং অধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে রাষ্ট্রের ভূমিকা কি, শিশুকে বিদ্যালয় এবং কাজ থেকে বাইরে রাখার সামাজিক বৈষম্য এবং সাংস্কৃতিক বিযুক্তির কারণ কি, বিশ্বায়ন এবং আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য চুক্তির প্রেক্ষিতে শিশুশ্রমের অবস্থা কি এবং শেষত: দক্ষিণ এশিয়ায় দরিদ্রতর পরিবারের শিশুদের শৈশবের অর্থ এবং অভিজ্ঞতা কি।

গ্রন্থটির প্রাককথন ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারে বলা হচ্ছে শিশুশ্রমকে দেখা উচিত 'দারিদ্র্যের ফল হিসেবে' যেখানে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে শিশুদের অবদান রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে সম্পাদকগণ ওয়ার্কশপে উপস্থাপিত তথ্যের আলোকে, "দক্ষিণ এশিয়ায় সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থায় শিশুর শিক্ষা দারিদ্র দ্বারা চরমভাবে প্রভাবিত এবং তার প্রেক্ষিতে তাদের সামাজিক বিযুক্তি ঘটে" এই কেন্দ্রীয় হাইপোথিসিসটি তুলে ধরেন (পৃ: ১৬)। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে এই হাইপোথিসিসটি বিভিন্ন প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে।

এই প্রবন্ধগুলোর প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে কিভাবে শিশুরা তাদের জীবিকার কৌশল হিসেবে শিশুশ্রমকে বেছে নেয় এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহন থেকে বিরত থাকে। কাজের ক্ষেত্র এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা এ দ্বিমাত্রিকতা দক্ষিণ এশীয় সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে প্রবন্ধকারগণ উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়গুলো সামাজিক যুক্ততা ও বিযুক্ততাকে কেন্দ্র করে লেখা। এই ধরণের বিযুক্ততাকে প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার নীতিমালা এবং চর্চার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব বলে মনে করা হয়। চতুর্থ ও শেষ বিষয় হচ্ছে হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিযুক্তিকরণের যে সমস্যা রয়েছে তা তুলে ধরা।

নায়লা কবির ভূমিকাতে বলেন যে, উপরোক্ত চারটি বিষয়কে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর লেন্সের মাধ্যমে দেখা উচিত। সেখানে শিশুদের একটি বড় অংশ কতক সামাজিক কার্যকারণ প্রক্রিয়ার কারনে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। Subrahmanian এর মতে, পরিবার ভিত্তিক গৃহস্থালী সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ একক যেটি সিদ্ধান্ত নেয় শিশুকে স্কুলে বা কাজে পাঠানো হবে কিনা এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহন পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (প্রবন্ধ-৯)। এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বক্তব্য হচ্ছে বেসরকারী সংস্থা এবং সামাজিক আন্দোলন এই ভূমিকা নিতে পারে যে গৃহস্থালী এবং সম্প্রদায়সমূহের শিশুদের যেন স্কুলে পাঠায়, সেই বিষয়ে সচেতন করা। উদাহরণ স্বরূপ কেরালার বামপন্থী আন্দোলন, অন্ধপ্রদেশের MV Foundation (প্রবন্ধ-১৪) এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে BRAC এর (প্রবন্ধ-১২) বিভিন্ন কার্যক্রম এক্ষেত্রে উল্লেখ্য।

এ গ্রন্থের অপর গুরুত্বপূর্ণ বির্তক হচ্ছে শ্রম সংক্রান্ত বিষয়টিকে ঘিরে। এটি ধরে নেয়া হয় যে, শ্রম হচ্ছে দারিদ্রের চালিকা শক্তি এবং গৃহস্থালী শ্রমের (paid and unpaid activity) মাধ্যমে দরিদ্র মানুষেরা তাদের জীবিকার কৌশল ঠিক করে। বাজার হচ্ছে শ্রম বেচাকেনার মাধ্যম। শ্রমের বাজার যেহেতু মুক্ত তাই শিশুশ্রম অর্থনৈতিক মূল্যের জন্য বাজারে প্রবেশ করে। এ ধরণের বক্তব্যে অর্থনৈতিক উদারনীতিকরণ, বিশ্বায়ন এবং আর্ন্তজাতিক বাজারের সাথে শিশুশ্রমকে যুক্ত করা হয়।

দক্ষিণ এশীয় সমাজে শিশুশ্রমের উপর প্রেক্ষিত ভিত্তিক রাজনীতির প্রভাব রয়েছে। যেমনঃ প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় প্রবন্ধে Burra দেখান যে, ভারতের প্রেক্ষিতে সরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় রাজনীতিবিদ, ধনী ভূ-স্বামী এবং শিল্পপতিদের দ্বন্দ্বের কারনে শিশুশ্রম স্থিতি হিসেবে কাজ করে। Bissell এ গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধে

দেখাচ্ছেন যে রাজনৈতিক কর্মী, নীতি নির্ধারণকারী এবং তথাকথিত শিশু-অধিকারের প্রবক্তারা Child Rights Convention (CRC) কে অপব্যবহার করে, যার মাধ্যমে একটি আদর্শ বৈশ্বিক শৈশব নির্মাণ করে। তিনি বাংলাদেশের গামেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের দিয়ে দেখাচ্ছেন যে তাদের শৈশব কাল একক এবং আদর্শায়িত নয়। Basu একে বৈশ্বিক পরিসরে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর যুক্তি হচ্ছে শিশু শ্রমের একক কোন বৈশ্বিক শ্রম মানদন্ড (Labour Standard) থাকা উচিত নয়,তার পরিবর্তে তিনি প্রেক্ষিত নির্ভর শ্রম মানদন্ডের কথা বলেছেন (প্রবন্ধ-৪)।

Susan Bissell তাঁর The Social Construction of Child hood: A Perspective from Bangladesh প্রবন্ধে শৈশবকাল যে একটি সামাজিক নির্মিতি তা তুলে ধরেছেন। ঢাকা শহরের শিশুদের উপর গবেষণার প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে Bissell দেখান যে, শিশু অধিকার মূলত: বৈশ্বিক-সামাজিক নির্মিতি অনুসরণ করে বাংলাদেশের শিশু ও শৈশবকালকে ব্যাখ্যা করে। জাতিসংঘের কনভেনশনে যেভাবে শিশুকে ১৮ বছরের নিচে 'শিশু' বলে সংজ্ঞায়িত করা হয় তিনি তার সমালোচনা করেছেন (UN convention article-1, 12) । তিনি আরও দেখান যে, বাংলাদেশের শিশু ও শৈশব নিয়ে যে গবেষণাগুলো হয়েছে- সেগুলো পাশ্চাত্য মডেল। Therese Blanchet তার কাজ 'Lost Innocence, Stolen Childhoods' এ বাংলাদেশী বস্তির শিশুদের শৈশবের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সমস্যাজনক। বিড়ি কারখানায় কিভাবে ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়ে যায়, সমাজের চোখে তারা বখে যায় এবং আদর্শ শৈশবের অস্তিত্ব কিভাবে বিলীন হয়ে যায় তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন। আর এই সামগ্রিক বিষয়টিকেই Blanchet Stolen Childhoods বলেছেন। কিন্তু Blanchet এর এই কাজের কতগুলো মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। প্রথমত: Blanchel এর গবেষণাটি শ্রেণী পক্ষপাতদুষ্ট। এটি পাশ্চাত্য মধ্যবিত্তের শ্রেণী অবস্থান থেকে আদর্শ শৈশবের ব্যাখ্যা দিতে চায়। Blanchet যে শিশুদের 'অবুঝ' বলেছেন, যারা সমাজের চোখে নষ্ট তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিশুদের চেয়ে ভিন্ন। এ ধরণের সমালোচনা আখতার এবং আনাম (২০০৬); খান ও আহমেদ (২০০৬) এদের কাজেও লক্ষ্য করা যায়।

আখতার এবং আনামের কাজের কেন্দ্রীয় বক্তব্য হচ্ছে শিশুকে কিভাবে বিভিন্ন টেক্সটে পরিবেশন করা হয়েছে তা তুলে ধরা। তারা একাডেমিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে 'শিশু' প্রত্যয়নটি যে সমস্যাজনক তা তুলে ধরেন। তারা আরও বলেন যে, উন্নয়ন কার্যক্রমে শিশুদের শ্রেণীকরণ যথেষ্ঠ নয়। তারা যুক্তি দেখান যে, শিশু অধিকার,

শিশু শ্রম ও শিশুর বিকাশকে দেখতে হবে শ্রেণী, লিঙ্গ, জ্ঞাতি সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক বৈচিত্রতার নির্দিষ্ট সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের সাপেক্ষে।

আবার সিলেটে অভিবাসী বিশ্বনাথের বস্তিবাসী শিশুদের শৈশবকালীন গঠন সম্পর্কে খান এবং আহমেদ দেখাচ্ছেন যে, বস্তি শিশুদের শৈশব adulthood এর মতই। কারণ; জীবিকার প্রয়োজনে শিশুরা সংসারের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। কাজেই শৈশবকাল নির্দিষ্ট সমাজ সংস্কৃতির আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে বলে তারা মনে করেন। একইভাবে Bissell বলতে চান যে, Blanchet এর একক Stolen Childhood এর পরিবর্তে ভিন্ন শৈশব অবস্থা কিংবা বাংলাদেশী শৈশব অবস্থা খুঁজে দেখা প্রয়োজন। Bissell এর প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় যুক্তিটি আগ্রহ উদ্দীপক। সেটি হচ্ছে, আমরা কি পাশ্চাত্য পাঠকের জন্য নাকি সার্বজনীন পাঠকের জন্য বিশেষ শৈশবকাল রচনা করবো? (পৃ-৫৭)। Bissell এর অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, CRC এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কি তৃতীয় বিশ্বের শৈশবের সামাজিক নির্মিতি তৈরী করবে ? ভিন্ন ভিন্ন শৈশবকালের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা নেয়া জরুরী বলে তিনি মনে করেন। তবে এ ধরণের নীতিমালা বিনির্মাণ নয় বরং প্রয়োজন, অধিকার, নীতি, নৈতিকতা থেকে উদ্ভূত শৈশবভিত্তিক নীতিমালা হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে।

কবির তাঁর 'Deprivation, Discrimination and Delivery' প্রবন্ধে শিশুশ্রম অধ্যয়নের দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। শিশুশ্রম সংক্রান্ত চলমান দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি দুটো ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত: শিশুশ্রম হচ্ছে দারিদ্র ও অনুন্নয়নের ফল। দ্বিতীয়ত: শিশুশ্রম হচ্ছে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার ফল। দারিদ্র সংক্রান্ত ব্যাখ্যা হচ্ছে সমষ্টিগতভাবে (যেমন: শ্রেনীঅঞ্চল) শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। দারিদ্র সংক্রান্ত গৃহস্থালী ভিত্তিক তথ্যে দেখা যায় যে, ভারতে গরীব কৃষক পরিবারের সন্তানরাই শিশু শ্রমের সাথে বেশী সম্পৃক্ত।

কবির দেখান যে, গ্রাম এলাকার অর্ধেকেরও বেশী যে সকল কর্মজীবি শিশুর মাথাপিছু আয় ভারতীয় ২১০ রূপী, সেই ধরনের কর্মজীবি শিশুরাই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা, দারিদ্র, শিশুশ্রম সর্ম্পকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে,কৃষি নির্ভর সমাজে শিশুশ্রমের হার যেমন অধিক তেমনি উন্নয়ন কর্মকান্ডে শিশুশ্রমের যুক্ততা কম থাকে। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে গৃহস্থালীর আর্থিক অবস্থা কি তার উপর। কবিরের এ প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বক্তব্য হচ্ছে দারিদ্র এবং শিশুশ্রমের মধ্যে কার্যকারণ সর্ম্পক রয়েছে। তবে এ কার্যকারন সম্পর্ক এত সরলীকরণ নয় বলে তিনি মনে করেন, দরিদ্র বিষয়টি সামাজিকভাবে বিভাজিত। জাতি বর্ণপ্রথা, ধর্ম, এথনিসিটি এবং লিঙ্গীয় দিক থেকে দরিদ্রতার সর্ম্পক ভিন্ন ভিন্ন। দরিদ্রতা আবার অর্থনৈতিকভাবেও

বিভাজিত। কারণ, তাদের জীবিকা ও নিরাপত্তা ভেদে দরিদ্র মানুষ তাদের সন্তানদের কেউ স্কুলে পাঠাতে পারে কেউ পারেনা। অধিকার এবং সুবিধাদি থাকলে তারাও লেখাপড়া করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ দারিদ্র ও শিশুশ্রমের আন্তঃসম্পর্ক আরও জটিলতর হতে পারে, যদিও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতির মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। এটি হতে পারে স্থানগত এবং স্বল্পকালীন অর্থনৈতিক সুবিধাদির ভিন্নতার মাধ্যমে।

দারিদ্র এবং শিশুশ্রমের আলোচনায় কবিরের অপর পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, গ্রামীণ সমাজে যেখানে ঐতিহ্যবাহী প্রযুক্তি দ্বারা কৃষিকাজ পরিচালিত হয়, সেখানে শিশুশ্রমের আধিক্য লক্ষ্যণীয়। অন্যদিকে, উন্নত অঞ্চলে বৈচিত্রমুখী অর্থনীতি এবং সামাজিক অবকাঠামোতে অধিক বিনিয়োগের কারণে শিশুশ্রমের হার কম।

শিশুশ্রম সংক্রান্ত কবিরের বিশ্লেষণ সমাজতাত্ত্বিক। শিক্ষা ও শিশুশ্রমকে যথাক্রমে নির্ভরশীল ও স্বাধীন চলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর মধ্যস্থতাকারী চলক হিসেবে উন্নয়নকে ধরা হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত এ ধরনের আলোচনায় সাংস্কৃতিক মতাদর্শ, উৎপাদনের উপায়ের সুযোগ, লিঙ্গীয় অসমতা বিষয়গুলো আড়াল হয়ে যায়।

পুরো গ্রন্থটি দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতে শিশুশ্রমের সাথে যে শিক্ষার অধিকার জড়িত তা 'প্রয়োজন বনাম অধিকার ' এই দ্বিমাত্রিকতার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠকের মনে হতে পারে শিশুশ্রম ও শিক্ষার অধিকার প্রয়োজনভিত্তিক এবং তা শিশুদেরকে দেবার একটি বিষয়। প্রয়োজন বা অধিকার এক ধরনের পণ্য, যা শিশুদেরকে দিতে হবে। কিন্তু প্রয়োজন, অধিকার বা শিশুশ্রম এই প্রত্যয়গুলো যে নির্দিষ্ট সমাজ সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন ভিন্নভাবে গড়ে উঠে তার প্রেক্ষিতে বোঝা জরুরী। আর্ন্তজাতিক শিশুশ্রম ও অধিকারের ডিসকোর্সের আলোকে এ গ্রন্থটিতে বেশীরভাগ প্রবন্ধকার ILo-Child Labour কে যেভাবে প্রত্যায়িত করে এ গ্রন্থেও শিশুশ্রমকে সেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কারণ, CRC-র রয়েছে বিশেষ এজেন্ডা এবং বিশেষ ডিসকোর্স।

এ গ্রন্থের একটি বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে শিশু অধিকার যে একটি ডিসকোর্স এবং তা বিদ্যাজগৎ ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কিভাবে অনুশীলিত হচ্ছে এ সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই। শিশু শ্রম এবং শিক্ষায় অধিকার কিভাবে রাষ্ট্র ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ILO কিংবা CRC একটি সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলে, এ বিষয়টিও আলোচনার দাবী রাখে। আধুনিকীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে 'শিক্ষার অভাব', 'পিছিয়ে পড়া', 'অজ্ঞতা' এ ধরণের প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশীয়

সমাজের 'পশ্চাৎপদতাকে' তুলে ধরা হয়েছে। বেশীরভাগ প্রবন্ধকারই শিশুশ্রমকে দক্ষিণ এশীয় সমাজের শিক্ষার অন্তরায় হিসেবে এ গ্রন্থে তুলে ধরেন।

সর্বোপরি বলা যায় যে, শৈশবের সামাজিক নির্মিতি 'অধিকার বনাম প্রয়োজন বির্তক', 'শিশুশ্রম' সংক্রান্ত দক্ষিণ এশীয় সমাজের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য গ্রন্থটির ইতিবাচক দিক। তবে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে শিশু শ্রমের এথনোগ্রাফীক বিশ্লেষণও জরুরী, যা এ গ্রন্থের একটি বড় সীমাবদ্ধতা। সার্বিকভাবে উন্নয়ন অধ্যয়ন, শিশুশ্রম ও শিশুঅধিকার সর্ম্পকে বিদ্যাজগত ও বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য গ্রন্থটি কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।

তথ্যসূত্রঃ

R.Rawnak Khan and Ahmed,.Z (2006), 'The Practice of Childhood in Slums in a Londoni Village in Sylhet' in a paper presented at National Conference on 'State, Violence and Rights: Perspectives from social science' Organized by Dept. of Anthropology, 22 and 24 April, Central Auditorium, Jahangirnagar University.

Akhtar,R and Anam, M (2006), 'The Representation of Children in Government Programs in Bangladesh' in a paper presented at National Conference on 'State, Violence and Rights: Perspectives from social science' Organized by Dept. of Anthropology, 22 and 24 April, Central Auditorium, Jahangirnagar University.

Blanchet, T(1996), Lost Innocence, Stolen Childhoods, University Press Limited; Dhaka.